

চিত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



02/23/19 তারিখে উইকিসংকলন থেকে রপ্তানিকৃত

- [সুচনা](#)
- চিত্রা
- সুখ
- জ্যোৎস্নারাত্রে
- প্রেমের অভিষেক
- সন্ধ্যা
- এবার ফিরাও মোরে
- স্নেহস্মৃতি
- নববর্ষে
- দুঃসময়
- মৃত্যুর পরে
- ব্যাঘাত
- [অন্তর্যামী](#)
- সাধনা
- শীতে ও বসন্তে
- নগরসংগীত
- পূর্ণিমা
- আবেদন
- উর্বশী
- স্বর্গ হইতে বিদায়
- দিনশেষে
- সাবুনা
- শেষ উপহার
- বিজয়িনী
- গৃহশত্রু
- মরীচিকা
- উাসব
- প্রস্তরমূর্তি
- নারীর দান

- জীবনদেবতা
- রাত্রে ও প্রভাতে
- ১৪০০ সাল
- নীরব তন্ত্রী
- দুৰাকাঙ্ক্ষা
- প্রৌঢ়
- ধূলি
- সিন্ধুপারে

ভক্ত যখন বলেন, স্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা
করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন,
সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা
হৃষীকেশের 'পরেই'। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার
অন্তর্য়ামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই
রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে
সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম
যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ
প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে,
আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং
দ্বিতীয় আমি যন্ত্রি হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে-- যন্ত্রের ও
স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে
তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা।
সেইজন্যেই বলা হয়েছে--

<poem>জেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে
আদর্শের প্রেরণা, আর-এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ।
সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে
অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন
ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য
ঘটতে পারে নি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার
দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার
কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে

যে মিলননাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নাযক-নাযিকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়। মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারল না। আজ পরবর্তী গাছগুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নির্ভুর ভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে-- এ কথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলনচেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নির্ভুর ভাবে নিজেকে জয়যুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়; আজ তার সেই আত্মঘাতী প্রমাণ যেমন প্রকট হয়েছে এমন আর কখনো হয় নি। চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে--

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তার পর আছে--

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে কথা বলবার চেষ্টা করছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। "আবেদন" কবিতায় ঠিক তার উলটো কথা। কবি বলেছে, "কর্মক্ষেত্রে, যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে

আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। "ব্রাহ্মণ" "পুরাতন ভৃত্য" দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার; "স্বর্গ হইতে বিদায়' এখানে সুর নেমেছে উর্ধ্বলোক থেকে মর্তের পথে; "প্রেমের অভিষেক'-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম; "যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালিঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হই নি, হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে। লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি--

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

</poem>

এই ডিজিটাল সংস্করণ সম্পর্কে

এই ই-বই অনলাইন গ্রন্থাগার [উইকিসংকলন](#)^[১] হতে প্রাপ্ত। স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা নির্মিত এই বহুভাষী ডিজিটাল গ্রন্থাগার উপন্যাস, কবিতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরনের প্রকাশনার মুক্ত সংকলন গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কপিরাইটমুক্ত অথবা মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত বইগুলিকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকি। আপনি আমাদের ই-বইগুলিকে [ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০ আনপোর্টেড](#) লাইসেন্স^[২] বা [জিএনইউ ফ্রি ডকুমেন্টেশন লাইসেন্সের](#)^[৩] শর্তাধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সহ যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

উইকিসংকলন সর্বদা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এই ই-বইয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে আপনি [এই পাতায়](#) জানাতে পারেন^[৪]।

নিম্নে তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ই-বইয়ে অবদান রেখেছেন:

- Bodhisattwa
 - Jonoikobangali
 - Jayantanth
 - WikitanvirBot I
 - Faisal Hasan
 - Mahir256
-

1. [↑ https://bn.wikisource.org](https://bn.wikisource.org)
2. [↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn)
3. [↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
4. [↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা](https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা)